হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 1, Issue No. 3, D.L. No. 140 dt 25/08/2010, Rs. 1.00, November 2010

যোগী, সাধক, ভক্ত, বৈষ্ণব সকলকে মনে রাখতে হবে, জপ করুন, সাধনা করুন, কীর্তন করে কেঁদে ভাসিয়ে দিন, আপত্তি নেই, সর্বাগ্রে মনে রাখুন হিন্দু ভূমি, হিন্দু সমাজ, হিন্দু জাতি না থাকলে, কিংবা হিন্দুর সংখ্যা কম হয়ে গেলে এসব কিছু থাকবে না।

—শিবপ্রসাদ রায়

সাহসী প্রতিরোধে মগরাহাটে দুর্গাপূজা হল

শোভারাণী এ্যাথলেটিক ক্লাবের দুর্গাপূজা উদ্বোধন করেন তপন কুমার ঘোষ

মগরাহাট থানার দক্ষিণ মর্যাদা গ্রামের শোভারাণী এ্যাথলেটিক ক্লাবের ২৬ বছরের পুরানো দুর্গাপূজায় গতবছরও বাধা সৃষ্টি করেছিল স্থানীয় মুসলিমরা। ঐ ক্লাবের পাশেই একটা কবরস্থান আছে। ওরা দাবী করছে যে ক্লাবের জায়গাটাও কবরস্থানের। পূজামণ্ডপের সামনেই বিরাট ঈদের গেট তৈরি করে এবং ঈদ শেষ হয়ে যাবার পরেও সেই গেট না খুলে উত্তেজনা তৈরি করেছিল। শেষ পর্যন্ত সপ্তমীর দিন সকালে সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ ওই মণ্ডপ পরিদর্শনে যাবার পর তারা ঐ তোরণ ভাঙে।

এবছর যখন মণ্ডপ তৈরির কাজ চলছিল, তখন মুসলিমরা পুলিশ সঙ্গে নিয়ে আসে। তারা বলে যে, তারা কোর্টের আদেশ পেয়েছে পূজা বন্ধ করার। পুলিশও ক্লাবের আয়োজকদের আদেশ দেয় মণ্ডপ নির্মাণের কাজ বন্ধ করার জন্য। মগরাহাট থানার পুলিশ আরও বলে যে, সদ্য অযোধ্যা মামলার রায় বের হয়েছে। মুসলমানরা এমনিতেই ক্ষুব্ধ আছে। এই অবস্থায় এখানে দুর্গাপূজা হলে উত্তেজনা বাড়বে, পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাবে না। তাই পূজা বন্ধ করতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে ঐ গ্রামের হিন্দু মহিলারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন এবং পুলিশের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। দ্রুত খবর চলে যায় কাছেই হোটর-এ সংহতি কর্মীদের কাছে। আধঘণ্টার মধ্যে প্রায় ৩০০ সংহতি কর্মী সেখানে ছুটে যায়। গ্রামবাসী ও সংহতি কর্মীদের জোরালো প্রতিবাদের সামনে পড়ে পুলিশকে পিছু হটতে হয়। পরের দিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিডিও অফিসে হিন্দু ও মুসলমান দুই পক্ষকেই মিটিংয়ে ডাকা হয়। এই মিটিংয়ে খলিল শেখ ও জলিল শেখ বাধা সৃষ্টি করে ও বলপ্রয়োগের হুমকি দেয়। এর পূর্বেই এলাকার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা রথীন দাস (বুড়োদা) গ্রামের হিন্দুদেরকে অনুরোধ করে, যেন গ্রামের বাইরে থেকে হিন্দু সংহতিকে ডাকা না হয়। অথচ, বহু দূরে পার্ক সার্কাস, মল্লিকপুর, মগরাহাট, গাজীর হাট, নেতড়া, সংগ্রামপুর প্রভৃতি স্থান থেকে বহিরাগত সশস্ত্র মুসলিমরা এলাকায় ঢোকে। সেক্ষেত্রে রথীনবাবুর কিছু করার ক্ষমতা নেই। তাই দক্ষিণ মর্যাদা গ্রামের হিন্দুরা তাঁর কথায় কর্ণপাত করে না। বহিরাগত মুসলিমদেরকে স্থানীয় মসজিদে জমা হতে দেখে হিন্দুরাও ভয় না পেয়ে পূর্ণ প্রস্তুতি নেয় যে কোন হামলা প্রতিরোধ করতে। দেগঙ্গার ঘটনা থেকে তারা শিক্ষা নিয়েছে। মগরাহাট ও পাশের উস্থি থানায় হিন্দু সংহতির কাজ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তাই, বিডিও অফিসের উক্ত মিটিংয়ে উপস্থিত মৌলানা এবং অন্য বয়স্ক মুসলমান মাতব্বরা বলেন যে, হিন্দুদের দুর্গাপূজায় তাঁরা পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। সুতরাং, উৎসাহের সঙ্গে শোভারাণী এ্যাথলেটিক ক্লাবের দুর্গাপূজা সম্পন্ন হয়। মহাষষ্ঠীর সকালে এই পূজা উদ্বোধন করেন সংহতির সভাপতি শ্রী তপন কুমার ঘোষ মহাশয়।

বজবজে তপশীলি জাতির উপর অত্যাচার

বজবজ থানার অন্তর্গত বিড়লা মোড়ের কাছে জামালপুর গ্রামে মাত্র ৫টি হিন্দু তপশীলি পরিবার বসবাস করে। এই দরিদ্র পুরকাইত পরিবারের চারিদিকে মুসলিমদের বাস। এমনকি পানীয় জল নিতেও পাকা রাস্তা পেরিয়ে মুসলিম পাড়ায় যেতে হয় ও এই হিন্দু মহিলাদের অনেক লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। অতি দরিদ্র এই হিন্দুদের একটি মনসার থান আছে। সেখানে তারা প্রতিদিন পূজা দেয়। তাদের প্রতিবেশী মোশারফ একটা ৩২ বছরের পুরাতন বন্ধকী জমি সংক্রান্ত বিবাদকে অজুহাত করে ঐ মনসার থান দখল করার অপচেষ্টা করছে। অন্যায়ভাবে পাঁচিল তুলে থানে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে। এই নিয়ে প্রথম বিবাদ হয় দুর্গাপূজার নবমীর দিন অর্থাৎ ১৬ অক্টোবর। সেদিন বজবজ থানার বড়বাবু এসে মোশারফের পাঁচিল নির্মাণ বন্ধ করে দেন। কিন্তু কোন অদৃশ্য স্থান থেকে সাহস পেয়ে ১৮ তারিখেই মোশারফ আবার পাঁচিল দেওয়া শুরু করে। তখন পুরকাইতদের বাড়িতে পুরুষরা ছিল না। তারা কাজে গিয়েছিল। মেয়েরা অশান্তি আশঙ্কা করে একটি ৬ বছরের বাচ্চা মেয়েকে পাঠায় মনসার থানে জল বাতাসা দিতে। মোশারফের লোকজন ঐ ছোট্ট মেয়েটিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। তাদের নিষ্ঠুর আচরণ সহ্য করতে না পেরে

শেষাংশ ৩য় পাতার

বাসন্তীর রাণীগড়ে

লক্ষ্মী প্রতিমার মাথা কাটা হল

বাসন্তী থানার অন্তর্গত জ্যোতিষপুর বাজারের (রাণীগড়) ৩২ বছরের পুরাতন দুর্গাপূজার স্থান রাধাকৃষ্ণ মন্দির প্রাঙ্গণে হঠাৎ করে ঈদ্ মিলন অনুষ্ঠানের দাবী জানালো স্থানীয় কিছু মুসলিম। স্বভাবতই এর ফলে একটা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে—এই আশঙ্কায় এলাকার হিন্দুরা এই অন্যায্য দাবী মেনে নিতে পারেনি। গত ২১শে অক্টোবর যখন হিন্দুদের প্রভাত সংকীর্তন চলছিল তখন কিছু শান্তিভঙ্গকারী মুসলিম এসে হুমকি দেয়, এই সংকীর্তন বন্ধ করতে হবে। এর ফলে পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে ওঠে। ২২ তারিখ ছিল কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। মণ্ডপে রাত্রি ২টা পর্যন্ত আয়োজকরা পূজা এবং কাজকর্ম সেরে বাড়ি চলে যায়। ঢাকি এবং একজন আয়োজক মণ্ডপে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালে ঘুম ভাঙতেই তারা দেখে যে, লক্ষ্মী প্রতিমার মুণ্ডু ও হাত কে বা কারা কেটে নিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর হিন্দু সেখানে জমা হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। বিক্ষুব্ধ হিন্দুরা বাজার অবরোধ করে। পুলিশ এসে যায়। কিন্তু অপরাধীকে গ্রেপ্তার না করলে হিন্দুরা অবরোধ তুলবে না বলে দেয়। উত্তেজনা চরমে ওঠে, তখন আসেন রাজ্যের মন্ত্রী ও এলাকার আর.এস.পি. বিধায়ক সুভাষ নস্কর। তিনি হিন্দুদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। হিন্দুরা তাঁর কথা না শুনে তাঁকেই ঘেরাও করে রাখে। পুলিশও মন্ত্রীকে ঘেরাও মুক্ত করতে পারেনি। বিক্ষুব্ধ হিন্দুদের চাপে মন্ত্রী মহাশয় বাধ্য হয়ে মাইকে ঘোষণা করেন যে উক্ত স্থানে কোনভাবেই ঈদ্ মিলন অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া হবে না এবং অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে হবে।' তখন হিন্দুরা তাঁকে যেতে দেয়। পুলিশও প্রতিশ্রুতি দেয় যে অবিলম্বে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হবে। হিন্দুরা জানিয়ে দেয় যে অপরাধী গ্রেপ্তার না হলে তারা এই ভাঙা মূর্তি বিসর্জন দেবে না।

কিন্তু এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার পরই মন্ত্রী

শেষাংশ ২য় পাতার

মহারাষ্ট্রে দুর্গা মাতা দৌড়ে সংহতির প্রতিনিধি

প্রতি বছর বাংলায় যখন দুর্গাপূজা হয় সেই সময় সারা ভারতে পালিত হয় নবরাত্র। এই নবরাত্র উপলক্ষে মহারাষ্ট্রের সাঙ্গলি জেলায় এক অসাধারণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন শ্রী সম্ভাজী বিনায়ক ভিড়ে। লোকে তাঁকে ভিড়ে গুরুজী বলে জানে। ৩০ বছর ধরে চলা এই অনুষ্ঠান ভিড়ে গুরুজীর অসাধারণ সংগঠন ক্ষমতার পরিচায়ক। অত্যন্ত জনপ্রিয় এই অনুষ্ঠানে নবরাত্রের প্রত্যেকদিন ভোরবেলায় একটি সামূহিক দৌড়ের আয়োজন করা হয়। এর নাম দুর্গামাতা-কি দৌড়। এবছর এই দৌড়ে বিজয়া দমশীর দিন ১৫,০০০ সাঙ্গলিবাসী অংশগ্রহণ করে। সাঙ্গলি শহরের হনুমান চক থেকে এই দৌড় শুরু হয়, প্রায় সাত-আট কিলোমিটার শহর পরিক্রমা করে ওখানেই ফিরে আসে। বিজয়া দশমীর দিন শহরের পনেরো কিলোমিটার রাস্তা পরিক্রমা করে। মুসলিম অধ্যুষিত মহল্লাগুলির ভিতর দিয়ে, মসজিদ, মাদ্রাসার সামনে দিয়েও এই দৌড়

শেষাংশ ৪ পাতায়

আমাদের কথা

এদেশের সংবাদ মাধ্যম

দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা ও কালীপূজা সমাপ্ত হল। অসংখ্য স্থানে মণ্ডপে হামলা, প্রতিমা ভাঙা, বিসর্জনের শোভাযাত্রায় বাধা সৃষ্টি করা, মণ্ডপ নির্মাণে বাধা, এসব ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু আমাদের কর্মীরা হিন্দু সমাজের সুরক্ষায় যতটা তৎপর, কলম ধরতে ততটাই তাদের অনীহা। এটা স্বাভাবিক। তরবারি ধরার হাত আর কলম ধরার হাত এক হয় না। তাই পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে, শহরের বিভিন্ন স্থানে হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানের উপর যে আক্রমণ, তার বিশদ বিবরণ আমরা তুলে ধরতে পারলাম না। এজন্য আমরা দুঃখিত ও লজ্জিত। এ রাজ্যের সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেল স্থির সংকল্প যে হিন্দু ও মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সমস্যা বা সংঘর্ষের খবর তারা প্রকাশ করবে না। তাদের যুক্তি—এসব খবর প্রকাশ করলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা আরও বাড়বে। ফলে সাম্প্রদায়িক হানাহানি আরও বেড়ে যাবে। সুতরাং, কোন ঘটনা ঘটলেও সেটা চেপে গেলেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকবে। এই যুক্তি সম্বন্ধে দুটি কথা বলার আছে। এক, বিগত বছরগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনা বেড়েছে না কমেছে? দেগঙ্গা কিসের ইঙ্গিত? দুই, সত্যিই কি ওই সদিচ্ছা নিয়েই খবরের কাগজগুলো এইসব খবর চেপে যায়? নাকি এর পিছনে অন্য কারণ আছে?

জরুরী অবস্থার পরে যখন 'বর্তমান' পত্রিকা শুরু হল, তখন ওই পত্রিকা হিন্দুর কথা লিখত। শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক পবিত্র কুমার ঘোষ হিন্দুর কথা তুলে ধরতেন। রামজন্মভূমি মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে তিনি জোরালোভাবে কলম ধরেছিলেন। এই প্রো-হিন্দু লাই নিয়েই বর্তমান পত্রিকাটি প্রথম দাঁড়িয়েছিল। তারপর পর্দার আড়ালে কি যেন হয়ে গেল। পত্রিকাটি 'ছেকুলার' হয়ে গেল। 'দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকাটি শুরু করলেন আর একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক মানস ঘোষ। তাঁর পত্রিকাতেও প্রথম থেকেই দেখা গেল কিছুটা প্রো-হিন্দু লাইন। এই লাইন নিয়েই পত্রিকাটির প্রথম পাঠকগোষ্ঠী তৈরি হল। পত্রিকাটি কিছুটা দাঁড়াল। তারপরেই আবার সেই ম্যাজিক। পর্দার পিছনে খেলা। এই পত্রিকাটিও হিন্দুর উপর অত্যাচারের খবরে নীরব হয়ে গেল। আবার একজন বিখ্যাত সাংবাদিক 'একদিন' নামে একটি পত্রিকা শুরু করেছেন। এই পত্রিকাতেও কিছু কিছু হিন্দু-মুসলিম ঘটনার কথা প্রকাশ হচ্ছে। স্পষ্টতই পাঠক ধরার জন্য। এ পত্রিকাটিও দাঁড়িয়ে গেলে (যদি দাঁড়ায়) সেই একই লাইন নেবে। পর্দার পিছনে যে খেলা হয়, সেই খেলায় নিজেদের দরটা বাড়িয়ে নেওয়ার প্রস্তুতিটা এখন চলছে। অর্থাৎ, আই.এস.আই.-এর মাধ্যমে পাঠানো সৌদি আরবের টাকা কতটা বেশী আদায় করা যায় হিন্দুর পিছনে বাঁশ দিয়ে। আর আনন্দবাজার পত্রিকার গায়ে গতরে তো অনেক আগেই চর্বি লেগেছে ঐ তৈলাক্ত টাকায়। তাই হিন্দুর ধর্ম নিধনের কাজ ওই হাউসটি সুনীল গাঙ্গুলিদের মত দোসরদেরকে সঙ্গে নিয়ে অনেকদিন আগে থেকেই চালাচ্ছে।

তাই হিন্দুর দুঃখের কথা কেউ জানতে পারবে না। হিন্দুর উপর অত্যাচার, হিন্দুর সম্পত্তি লুট, হিন্দু মন্দির ভাঙার কথা কেউ জানতে পারবে না। সুতরাং, যে হিন্দু অত্যাচারিত হচ্ছে সে জানতে পারবে না যে তার মত আরও বহু হিন্দু অত্যাচারের শিকার হয়েছে। জানতে পারলে তারা পরস্পরের সমব্যথী হত। সেই সমব্যথায় তারা এক হতে পারত। তারা এক হলেই অত্যাচারী আক্রমণকারীর বিপদ। তাই হিন্দুর ব্যথা, বেদনা, দুঃখ কষ্ট অপমানকে চাপা দিয়ে রাখার জন্য সৌদি আরবের এত টাকা খরচ এখানকার মিডিয়ার পিছনে।

দুটি অতি ক্ষুদ্র উদারহণ ঃ

কালীপূজার কয়েকদিন আগে হাওড়া জেলার জয়পুর থানার একটি গ্রাম থেকে মৌমিতা নামে এক কিশোরী সংহতি কার্যালয়ে ফোন করল। ক্লাস টেনে পড়ে। অত্যন্ত করুণ স্বরে সে বলল, ''কাকু, সামনের কালীপুজোয় শব্দবাজি পোড়ানো ফাটানোর উপর নিষেধ জারি করে সরকার থেকে এত প্রচার করা হচ্ছে আর আইন ভাঙলে গ্রেপ্তার ও শাস্তির ভয় দেখানো হচ্ছে। অথচ কিছুদিন আগেই মুসলমানদের 'সবে বরাত' পরব হয়ে গেল। তাতে দেদার বোমা-পটকা ফাটল। তখন তো প্রশাসন কিছু করল না।'' মেয়েটি আরও বলল, ''আমাদের ধর্মীয় উৎসবের সময় কারেন্ট চলে যায়, ওদের সময় কারেন্ট থাকে। ওদের উৎসবের সময় লাইনের জল বেশী সময় ধরে দেওয়া হয়; আমাদের কোন উৎসবে দেওয়া হয় না। আমরা হিন্দুরা কি এদেশের নাগরিক নই? কাকু, আপনারা এ বিষয়ে কিছু করুন। আর আমার নামটা কোথাও প্রকাশ করবেন না।'' এই লেখায় তার নামটা পাল্টে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ কালীপুজোর আগে কলকাতা পুলিশ অনেক নাগরিকের মোবাইল ফোনে একটা এস.এম.এস. পাঠিয়েছিল। তাতে বলেছিল শব্দবাজি থেকে দূরে থাকুন, শব্দবাজি দেখলে ১০০ অথবা ১০৯০ নম্বরে ফোন করে পুলিশকে জানান। এই মেসেজ পেয়ে একজন সংহতি কর্মী মধ্য কলকাতার একটি গুরুত্বপূর্ণ থানার তার পরিচিত এক অফিসারকে এই মেসেজের উত্তরে লিখল-'কালীপুজোয় শব্দবাজি নিষিদ্ধ করা আর সবে-বরাতে অনুমতি দেওয়া—কলকাতা পুলিশ খুব ভাল কাজ করছে। এর ফলেই পশ্চিমবঙ্গে পাকিস্তান তৈরি হবে'। আমাদের কর্মীর এই মেসেজ পেয়ে সেই পরিচিত পুলিশ অফিসারটি তাকে ফোন করে জানাল যে কলকাতার পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে তার স্ত্রী কন্যার সম্ভ্রম বাঁচাতে এরপর তাদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে।

এই ঘটনা দুটি অতি ছোট, অথচ গভীর আশঙ্কার সঙ্কেত বহন করে। সংবাদমাধ্যমে এর প্রতিফলন কোথাও পাবেন না। সৌদি আরবের তৈলাক্ত টাকার এমনই মহিমা। ইসলামের বেতনভুক মুসলিম তোষণকারী ভারত বিভাজনকারী এই সংবাদ মাধ্যমকে জানাই ধিক্কার।

কালীপূজায় বাধা

দেগঙ্গা থানা থেকে ৩ কিমি পূর্ব দিকে বেলেডাঙা দাসপাড়া মোড়ে রাস্তার পাশে পদ্মার চড়ে খাসজমিতে বেলেডাঙা শক্তি সংঘ ক্লাবের উদ্যোগে প্রায় ৩০ বছর যাবত প্রতি বছর কালীপূজার তিথিতে অস্থায়ী প্যাণ্ডেল তৈরি করে গ্রামের সমস্ত মানুষ এই পূজায় মেতে ওঠে। কিন্তু এবছর সারা দেগঙ্গা জুড়ে মুসলিমদের হামলা ও দাঙ্গার সুযোগ নিয়ে ও হিন্দুদের দুর্বলতার পরিস্থিতি বুঝে ২৪/১০ তারিখে এলাকায় কুখ্যাত মালেক গোলদারের নেতৃত্বে একদল মুসলিম সেই পূজার জায়গা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেয় এবং পূজাস্থলে একটি ছোট অশ্বত্থ গাছ ছিল তা কেটে নিয়ে যায়। এবছর গ্রামে কালীপূজা করতে দেওয়া হবে না বলে হুমকি দেয়। এই ঘটনায় বেলেডাঙার হিন্দুরা ভয় পায়। পঞ্চায়েত সদস্যা শ্রীমতি মালা দাস (সিপিএম) ও সহদেব দাসের নেতৃত্বে থানায় গিয়ে মোঃ মালেক গোলদারের নামে লিখিত অভিযোগ করার চেষ্টা করলে তা না নিয়ে একটি জেনারেল ডাইরি করে (GD–1304 / 28-10-10)। কিন্তু ঐ মুসলিম দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় দাসপাড়ার আদিবাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ হতাশ ও ভীত হয়ে পড়ে। এরপর হিন্দু সংহতির কাছে খবর এলে ৩/১১ তারিখে হিন্দু সংহতির রাজ্য কমিটির সদস্য এবং দেগঙ্গার স্থানীয় কর্মী জয়ন্ত সাধুখাঁ, প্রশান্ত পাল, গোবিন্দ কর্মকার ঐ গ্রামের হিন্দুদের সঙ্গে নিয়ে যেখানে পূজা হয় তার পাশে রাস্তায় পূজা প্যাণ্ডেল করে পূজার ব্যবস্থা করে। পূজা হয়েছে কিন্তু পূজার মূল জায়গা উদ্ধার হয় নাই।

যে চিঠি 'একদিন' পত্রিকা ছাপেনি

শ্রদ্ধেয় সুমনবাবু
সম্পাদক, একদিন পত্রিকা

২৮-১০-২০১০ তারিখে আপনার 'একদিন' পত্রিকায় 'দেশপ্রেম, দেশদ্রোহ ও দেশ' শীর্ষক আপনার লেখাটি পড়ার সময় মনে হচ্ছিল বোধহয় গিলানী সাহেবের লেখা পড়ছি। নতুনরূপে প্রকাশিত আপনার পত্রিকার আমি নিয়মিত পাঠক। বিদগ্ধ সাংবাদিক হিসাবে আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি এমনকি এই লেখাটি পড়ার পরও। তাই সেই অধিকারের জায়গা থেকে কিছু প্রশ্ন বিনম্রভাবে করতে চাই—

১। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ ধারায় উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী অবশ্যই শ্রীমতি অরুন্ধতী রায় দেশদ্রোহিতার কাজ করেছেন। পূর্বে প্রশাসনের দৃষ্টিগোচর না হওয়া অন্যায় কাজের পুনরাবৃত্তি সরকারের দৃষ্টিগোচর হলে কি পূর্বে যেহেতু আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি তাই পরের অপকর্ম বৈধতা পায়?

২। কোন রাজনৈতিক/অরাজনৈতিক সংগঠন যদি এ বিষয়ে ন্যায্য দাবী তোলে তাহলেই সে আপনার চোখে দেশপ্রেমের ঠিকাদার?

৩। আপনি বলেছেন, কাশ্মীরের মানবাধিকারের রেকর্ড খারাপ। আপনার মানবাধিকার দর্শন কি একমুখী? শুধুই কি আপনি গিলানীদের কান্না ও আর্তনাদ শুনে পান? একবারও কি চার লক্ষ কাশ্মীরি পণ্ডিত যারা চোখের জল ফেলতে ফেলতে স্বজন ভিটেমাটি হারিয়ে নিজভূমে পরবাসী হয়ে আছে, তাদের কান্নার শব্দ কি আপনার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না? কত সেনা-বি.এস.এফ.-সি.আর.পি.এফ. মারা যায় 'আজাদী'দের জিহাদী আক্রমণে, কত রক্ষী পাথর নিক্ষেপের আতঙ্কে মানসিক রোগগ্রস্ত হয়ে মানসিক হাসপাতালে ঘুমের ঘোরে আর্তনাদ করে, তাদের বা তাদের পরিবারের কারোর কান্নার শব্দ কি আপনি শুনতে পান না?

৪। আপনি পণ্ডিত মানুষ, নিশ্চয়ই আপনার অজানা নয় যে আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্ভব আর প্রাচীন রাষ্ট্র চেতনা এক নয়। যে কাশ্যপ মুনির নামে কাশ্মীর নামকরণ, সে তো আসমুদ্র-হিমাচল সমানভাবে পূজিত। যে কল্‌হনের রাজতরঙ্গিনী কাশ্মীরের ইতিহাস তা আমাদের গর্ব, আর যে কাশ্মীরের অমরনাথ যুগ যুগ তরে আসমুদ্র-হিমাচলকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে, সর্বোপরি যে কাশ্মীরের ভূমিপুত্র স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, সেই কাশ্মীরকে ভারত থেকে আলাদা করার প্রেরণা আপনি পেলেন কোথা থেকে?

৫। মহারাজা হরি সিংহের চুক্তির মাধ্যমে কাশ্মীরের ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তির পরও কি করে ভারতীয় উপনিবেশ হয়? যেখানে এক তৃতীয়াংশ কাশ্মীর চিন ও পাকিস্তানের জবরদখলে। সেটি কেন উপনিবেশ নয়?

৬। সুমনবাবু, বলতে পারেন কি কেন একই রাজ্যে বসবাস করে জম্মু ও লাদাখের অধিবাসীরা কাশ্মীরের মুসলিমদের মত 'আজাদি' চায় না? কেন কাশ্মীরের সমস্ত পণ্ডিত অধিবাসী (তারা আজ হিন্দু হওয়ার অপরাধে বিতাড়িত) এবং বেশ কিছু মুসলিমও আজাদি চায় না? কেন সারা ভারতের কোন অঞ্চলে হিন্দু কম হয়ে গেলেই ভারত থেকে আলাদা হওয়ার প্রশ্ন ওঠে? আপনার মনে কি এসব প্রশ্ন ওঠে না? জঙ্গলমহল থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চল কাশ্মীর থেকে কেরল পর্যন্ত একটু চোখ ঘোরালেই দেখতে পাবেন সুমনবাবু।

আপনি অবাক হন যে নিকারাগুয়া বা কিউবার জন্য কলকাতায় মিছিল হলেও কাশ্মীরের জন্য কেন হয় না। উত্তরটা সোজা। কারণ, যে জন্য অন্যায়ভাবে বিতাড়িত ও অত্যাচারিত পণ্ডিতদের জন্য আপনার কষ্ট হয় না। ভাবতে অবাক লাগে যে আপনার মতো বিদগ্ধ সাংবাদিক কিভাবে এই একচক্ষু দর্শনের শিকার হয়। আর যে এই একপেশে চিন্তার বিরোধিতা করবে, তারাই হবে আপনার চোখে মেকি দেশপ্রেমের মুখোশপরা নির্লিপ্ত ভাবলেশহীন। অত্যাচারীর ও অমানবিক উগ্রপন্থীর দেশকে খণ্ড করার চক্রান্ত ও যাবতীয় অন্যায় মুখ বুজে সহ্য করার নাম-ই কি মানবাধিকার? আর তার বিরোধিতা করে জীবনপণ করে দেশমাতৃকাকে বাঁচালে তার নাম হবে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস? আপনার কথাতেই বলি, সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ!

ধন্যবাদান্তে
শ্রী মন্থন আর্য
বারাসাত, উঃ ২৪ পরগণা

প্রথম পাতার শেষাংশ

....লক্ষ্মী প্রতিমার মাথা কাটা হল

সুভাষ নস্করের আচরণ পাল্টে যায়। ২৩শে অক্টোবর রাত্রি ১২টার সময় পুলিশ ও র‍্যাফ জোর করে পূজা আয়োজকদেরকে দিয়ে ঐ ভাঙা মূর্তি বিসর্জন করিয়ে দেয়। সমবেত হিন্দুরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে পুলিশকে বাধা দেয়। তাতে পুলিশ বনমালী দলুই নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে ও আরও ৬ জন হিন্দুর নামে কেস দেয়। অথচ মূল দুষ্কৃতকারীরা কেউই গ্রেপ্তার হয় না। স্থানীয় আর.এস.পি.-র হিন্দু কর্মীরা মন্ত্রীকে ফোন করলে তিনি বলেন যে তিনি কিছু করতে পারবেন না, আইন তার নিজের পথেই চলবে।

বাসন্তী থানার গ্রামে গ্রামে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার ও শোষণ বহুদিন থেকেই চলছে। এরই প্রতিবাদ করতে গিয়ে আজ থেকে ৪০ বছর আগে খুন হয়েছিলেন ফণি বাংলা। আজ থেকে ১০ বছর আগে এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ৩ নং সোনাখালিতে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হয়েছিলেন চার চারজন তরতাজা হিন্দু যুবক। তাঁদের হত্যাকারীরা আজও বুক ফুলিয়ে এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আলিপুর ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে মামলা থাকা সত্ত্বেও সি.পি.এম.-এর ক্যাডার পি.পি.-র বদ ইচ্ছায় মামলা এগোতে পারছে না। এটাই হল মন্ত্রী এম.এল.এ. সুভাষ নস্করের 'আইনের নিজের পথে চলা।' ৬ বছর আগে খুন হয়ে গেল নলিয়াখালি গ্রামের হিন্দু সংগঠনের কর্মী বিশ্বনাথ সরদার। তার বডিও পাওয়া গেল না। এরকম বহু বহু ঘটনার সাক্ষী বাসন্তী থানার হিন্দুরা। নির্দেশখালি গ্রামে গৃহবধূ আরতি দাসকে ধর্ষণ করে কেটে কুচিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ৫০টা বাড়ি লুট করে জ্বালিয়ে দেওয়া হল। কলাহাজরা গ্রামে সকল হিন্দুদের বাড়ি লুট করে তিনজন হিন্দুকে হত্যা করা হল রাজনৈতিক ছদ্মবেশে। গত বিধানসভা নির্বাচনে চড়াবিদ্যা গ্রামে হিন্দুর উপর হল প্রচণ্ড আক্রমণ। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তালদহ গ্রামে আর.এস.পি.-রই ৪ জন হিন্দু কর্মী হল নিহত। তালিকা খুব দীর্ঘ। তা এলাকার ভুক্তভোগী হিন্দুরা খুব ভালভাবেই জানে। সুতরাং হিন্দুরা মার খাবে, নিহত হবে, তাদের সম্পত্তি লুট হবে, তাদের মেয়েদের ইজ্জত লুণ্ঠিত হবে। তবু তারা প্রতিবাদ করতে পারবে না। সামান্য সভা করার জন্য আইনসঙ্গত ও গণতান্ত্রিক অধিকারও তাদেরকে পুলিশ দেবে না। গত ২রা নভেম্বরই বাসন্তী থানার আদিবাসী মানুষরা তাদের ওপর বিধর্মীদের দীর্ঘদিনের অত্যাচারের প্রতিবাদে বি.ডি.ও. অফিস ঘেরাও করে। হিন্দু সংহতি ১১ নভেম্বর সোনাখালি বাজারে প্রতিবাদ সভা করতে চাইলে এস.ডি.ও. (ক্যানিং) অনুমতি দেন না। সুতরাং, হিন্দুরা তাদের ন্যায্য গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। সেই অধিকারের জন্য হিন্দুদের লড়তে হবে।

কারা করবে ধর্মের যুগোপযোগী সংস্কার ?

তপন কুমার ঘোষ

আমি একজন বিরাট পণ্ডিত নই, তাত্ত্বিক নই, দার্শনিক নই, গবেষকও নই। নিজের পরিচয় বড়জোর একজন হিন্দু কর্মী বা হিন্দু অ্যাকটিভিস্ট হিসাবে দিতে পারি। ছোটবেলা থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘে এসে দেশভক্তি ও হিন্দু স্বাভিমান তৈরি হয়েছে। তাই হিন্দুর অপমান ও পরাজয় সহ্য হয় না। তাই হিন্দুর অস্তিত্ব ও সম্মান রক্ষার কাজে নেমেছি। কিন্তু এই কাজে নেমে প্রতিপক্ষের শক্তির মোকাবিলা করতে গিয়ে নিজেদের ঘাটতি, দুর্বলতা ও ত্রুটিগুলি বড্ড বেশী করে নজরে আসছে। সেগুলিকে বলতে গেলেই নিজেদের সমালোচনা হয়ে যায়, যা হয়ত অনেকেই পছন্দ করবেন না। কিন্তু এই ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলিকে নিয়ে যুদ্ধে জেতাই বা কি করে যাবে? যাবে না। সুতরাং, এই ত্রুটিগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে ও দূর করতে হবে।

এ কাজ কার? এ কাজ ধর্ম সংস্কারকের বা সমাজ সংস্কারকের। তাঁদেরকেই কি আজকের পরিভাষায় বুদ্ধিজীবি বলে? সঠিক বলা কঠিন। কিন্তু যদি তাই হয়, তাহলে এই বুদ্ধিজীবিদের ধর্ম বা সমাজ সংস্কারের কোন অধিকার নেই। কারণ, ধর্মের সঙ্গে এতটুকু একাত্মতা অথবা সমাজের প্রতি একটুও আত্মীয়তা এদের আচরণে পাওয়া যায় না। সব নামকরা তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিজীবিরা মালের বোতলকে তাঁদের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের অঙ্গ বলে মনে করেন। টাকা, পদ ও পুরস্কারের বিনিময়ে তাঁদের বুদ্ধি বিক্রি করেন। আর সব থেকে বড় কথা, ভারত-ভারতবাসী ও হিন্দু ধর্মকে এঁরা শ্রদ্ধা ও ভালবাসার চোখে দেখেন না। তাই ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের ভূমিকা বা অধিকার এদের নেই। তবে একটা ছোট্ট আশার আলো দেখা যাচ্ছে। সুনীল গাঙ্গুলী নামে একজন ঘৃণ্য ব্যক্তিকে বিরাট প্রচার সংস্থা আনন্দবাজার কোম্পানী যেভাবে একজন অগ্রগণ্য বুদ্ধিজীবি বলে প্রচার করেছে, তাতে বহু প্রকৃত চিন্তাবিদ্‌ই আজকে নিজের গায়ে বুদ্ধিজীবি ছাপ নিতে রাজী নন। আনন্দবাজার হাউসের কীর্তির ফলে বুদ্ধিজীবি শব্দটা তার মর্যাদা হারিয়েছে। সুনীল-শক্তি-নীরেন যদি লিডিং বুদ্ধিজীবি হয়, হু আর আইডেন্টিফায়েড উইথ মালের বোতল এন্ড ডট্ ডট্ ডট্ ডট্, তাহলে অনেক শিক্ষিত সচ্চরিত্র ব্যক্তিই নিজেকে বুদ্ধিজীবি বলে পরিচয় দিতে চাইবেন না।

তাহলে ধর্ম বা সমাজ সংস্কার করবে কে? দুটি নাম মনে আসে। বিভিন্ন ধর্মগুরু ও পুরোহিত। অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, বিগত প্রায় ১০০ বছরে হিন্দুদের অধিকাংশ ধর্মগুরু বা পন্থগুরুরা নিজেদেরকে গোষ্ঠী গুরুতে পরিণত করে ফেলেছেন। তাঁরা শুধু নিজ নিজ মঠের উন্নতি ও সম্প্রদায়ের অনুগামী সংখ্যার বৃদ্ধিতে এত বেশী লিপ্ত হয়ে পড়েছেন যে পুরো সমাজের নেতৃত্ব বা পথপ্রদর্শন করার যোগ্যতা তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন। এঁরা ভুলে গিয়েছেন যে, ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ঋষ্যশৃঙ্গ, দুর্বাসা, কাশ্যপ, কপিলমুনিরা নিজেদের মঠও তৈরি করেননি, গোষ্ঠীও তৈরি করেননি, সম্প্রদায়ও তৈরি করেন নি। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন তৈরির সময় স্বামী বিবেকানন্দ অত্যন্ত স্পষ্ট শব্দে বাংলা ভাষায় বলে গিয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে যারা গুরু বলে মানেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ অনুগামীরা যেন হিন্দু সমাজের মধ্যে আরও একটি নতুন সম্প্রদায় সৃষ্টি না করেন। বিবেকানন্দের বিশাল রচনাবলী ও ভাষণগুলি পড়লে দেখা যায় যে, তাঁর অতি গভীর গুরুভক্তি থাকলেও সর্বত্র তিনি গুরুর নাম প্রচার করেননি। তাঁর শতকরা আশিভাগ ভাষণেই গুরুর উল্লেখ নেই। তিনি গোষ্ঠীর নেতা হতে চাননি। তাই সমাজের নেতা হতে পেরেছেন।

আর থাকলেন পুরোহিত। পুরোহিতকে আজও সমাজ শ্রদ্ধা করে, সম্মান দেয়। কিন্তু বাস্তবকে তো মানতেই হবে। এক ব্রাহ্মণের যদি চারটি পুত্র হয় (আগে তো হতই), সেই পরিবারে যদি পৌরহিত্য করার পরম্পরা থাকে, তাহলে সেই ব্রাহ্মণ পিতা তাঁর সব থেকে কম মেধাবী ও কম বুদ্ধিমান পুত্রটিকেই পৌরহিত্য-র কাজে লাগাবেন। বাকী তিনজন হবে ব্যাঙ্কের অফিসার, ডাক্তার ও শিক্ষক। সুতরাং সেই পুরোহিত পুত্রটি কোনরকমে কিছু শ্লোক মুখস্থ করে পূজা-যজ্ঞ-বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানের নিয়মকানুনগুলি অনুসরণ করে কাজ সারবে। ধর্মের সংস্কার বা সমাজের পথ প্রদর্শন—এদের কাছে আশা করা যায় না। এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে জানাচ্ছি যে পৌরহিত্য বৃত্তির সবথেকে বেশী অবমূল্যায়ন হয়েছে উত্তর ভারতে হিন্দিভাষী প্রদেশগুলিতে পাঞ্জাব সহ। অত্যন্ত লজ্জার কথা যে আলু পটল মাছ সবজির মত পুরোহিতদেরও (হিন্দিতে বলে পণ্ডিত বা পণ্ডিতজী) বাজার বসে আমাদের কলকাতায় বড়বাজারে রোজ সন্ধ্যায়। এই লজ্জাকর অবস্থা থেকে মুক্তির একটাই মাত্র উপায় আছে। তা হল পৌরহিত্যে সকল বর্ণের ও সকল জাতির অধিকার দেওয়া। আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণ গোটা সমাজের জন্য এই বৃত্তি উন্মুক্ত করলে তবেই সব জাতির মেধাবী ও প্রতিভাবান যুবক-যুবতীরা এই কাজে আসবেন। এই বিষয়ে একটা ছোট্ট সাবধানবাণী মনে রাখা দরকার। আমার এই প্রস্তাবের বিরোধিতা ব্রাহ্মণরা যতটা করবে, সমাজের অব্রাহ্মণরা আমার এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে তার থেকেও বেশি অনিচ্ছা প্রকাশ করবে। ব্রাহ্মণ দিয়ে বাড়ির ও পাড়ার পুজো না করালে তাদের মন খুঁত খুঁত করবে। এটারই নাম বিজ্ঞানের ভাষায় স্থিতিজাড্য বা জড়তা। অর্থাৎ পরিবর্তনে অনিচ্ছা। এই জড়তাকেই আমাদের ধর্মে তমোগুণ বলা হয়েছে। বিবেকানন্দ বলেছেন যে তমোগুণে গোটা দেশটা ছেয়ে গেছে। এটা ভাঙতে গোটা দেশে রজোগুণের বন্যা বইয়ে দিতে হবে।

অত্যন্ত দুঃখের কথা যে আজকাল অনেক গুরু ও কথাকার হয়েছেন যাঁরা ভক্তমণ্ডলীকে কেবলই সত্ত্বগুণের অধিকারী হতে বলেন, সাত্ত্বিক হতে বলেন। এঁরা ভ্রান্ত। এঁরা সম্পূর্ণ ভুল, অবৈজ্ঞানিক ও অশাস্ত্রীয় কথা বলেন। কারণ, তমোগুণে আচ্ছন্ন মানুষ এক লাফে সাত্ত্বিক হতে পারে না। তমো থেকে রজোগুণে গিয়ে তবে সত্ত্বগুণে যাওয়া যায়। ধাপ ডিঙানো যায় না। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র রাজা বিশ্বামিত্র। অর্থাৎ রজোগুণী। তাঁকে সত্ত্বগুণী ব্রাহ্মণ হতে কত হাজার বছর তপস্যা করতে হয়েছিল। তাহলে তমোগুণীকে সাত্ত্বিক হতে হলে কতটা কষ্ট করতে হবে? কোটি কোটি মানুষ কি তা করতে পারবে? সুতরাং, গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে আজকের গুরুবাহিনী ভক্তদেরকে সাত্ত্বিক হওয়ার উপদেশ দিয়ে তাদেরকে ঐ তমোগুণের মধ্যেই ফেলে রাখছেন। মনে রাখা দরকার যে সত্ত্বগুণ ও তমোগুণের বাহ্যিক লক্ষণ অনেক সময়ই এক। তমোগুণী গালে একটা চড় খেলে ভীরুতা, কাপুরুষতা ও জড়তা (নিষ্ক্রিয়তা) বশতঃ সে পাল্টা চড় মারতে পারবে না। আবার সত্ত্বগুণী গালে একটা চড় খেলে হয়ত অত্যাচারীকে ক্ষমা করে দেবে। দুটোই বাইরে থেকে একইরকম দেখাবে। কিন্তু দুটো এক নয়। তাই এই গুরুরা সমাজকে সত্ত্বগুণী হতে বলে ভণ্ডামি শেখাচ্ছেন। সত্ত্বগুণের নামে সমাজে জড়তা ও কাপুরুষতা বিস্তার করছেন। এই তমোগুণ আবার আমাদের দেশ ও জাতিকে পরাধীন করবে। **(ক্রমশঃ)**

প্রথম পাতার শেষাংশ

বজবজে তপশীলি জাতির উপর অত্যাচার

পুরকাইতদের মেয়েরা মোশারফের তৈরি করা আড়াই ফুটের কাঁচা দেওয়ালটিকে ভেঙে দেয়। তখন মুসলমানরা পুরকাইতদের বাড়ি চড়াও হয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট করে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে খবর পেয়ে প্রশান্ত পুরকাইত থানায় গিয়ে অভিযোগ জানালে বড়বাবু একজন অফিসারকে ঘটনাস্থলে পাঠান। এই অফিসার মুসলিম, তাঁর নাম আলি বাবু। এই আলিবাবু জীপ নিয়ে থানা থেকে বেরিয়েই প্রশান্ত পুরকাইতকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেন। অন্য পুলিশরা আপত্তি জানালে আলিবাবু পাত্তা দেন না। তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছে মুসলিমদের পক্ষ নেন। এবং তাঁর উপস্থিতিতেই বড়বাবুর নির্দেশ অমান্য করে মুসলিমরা ৪ ফুট উঁচু পাঁচিল তুলে দেয়।

ইতিমধ্যে মোশারফ তার বাড়িতে এক টিন মুড়ি উঠানে ছড়িয়ে দেয় এবং তাদের একটি বাচ্চার পক্স হয়েছে, তাকে উঠানে এনে শুইয়ে দেয়। মুসলিমরা দাপাতে থাকে। সন্ধ্যা হয়ে যায়। তারা হুকিং করে হ্যালোজেন লাইট জ্বালিয়ে পাহারা দেয়, আর হুমকি দিতে থাকে—পুরকাইতদের পুরুষরা বাড়ি ফিরলেই কাটবে। পুরকাইতদের বাড়ির সামনে বেঞ্চি পেতে বসে তাদের রান্নাবান্না ও খাওয়াদাওয়া চলতে থাকে। কাজ থেকে ফিরে এসে পুরকাইতদের পুরুষরা ভয়ে বাড়ি ঢুকতে পারে না। তারা জলা ধান জমিতে ৩-৪ ঘণ্টা গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে লুকিয়ে থাকে। আর তাদের বাড়িতে মেয়েরা ভয়ে কাঁপতে থাকে।

পরদিন জানা যায় যে পুরকাইতদের ১৪ জন পুরুষের নামে সম্পূর্ণ মিথ্যা কেস দিয়েছে পুলিশ। পুলিশের ভয়ে ও মুসলিমদের ভয়ে পুরুষরা সাত দিন বাড়ির বাইরে থাকার পর হিন্দু সংহতির সঙ্গে যোগাযোগ করে। হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে তাদেরকে সর্বরকমে সাহায্য করা হয়। অনেকের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাদের বাড়ির মেয়েরাও অন্নাভাবে ছিল। সে ব্যবস্থাও করা হয়। তারপর সংহতি নেতৃত্বের সহযোগিতায় পুরুষেরা ৩১ অক্টোবর বিকালে বাড়ি ফেরে। পরবর্তীতে আলিপুর কোর্ট থেকে তাদের সকলের আগাম জামিন করানো হয়।

এই দরিদ্র অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষেরা সিপিএম করত। কিন্তু পার্টি তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। হিন্দু সংহতির সার্বিক সহযোগিতা না পেলে তাদের পক্ষে ওখানে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ত। হিন্দু সমাজের মধ্যে জাতিভেদের কারণে যে ঐক্যের অভাব আছে, সেজন্য আশপাশের অন্য হিন্দুরাও এদের পাশে এসে দাঁড়ায়নি। এদের মহিলারা অত্যন্ত সাহসী। কিন্তু সামান্য পানীয় জলের জন্য তাদেরকে যে লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করতে হয়, তা অন্য হিন্দুদের গায়ে লাগে না। তাই এদের বিপদ ও অপমানে কেউ ছুটে আসে না। এসব দেখে বিবেকানন্দের সেই কথাটাই মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন, হিন্দুদের অদ্বৈত দর্শন বিশ্বের সব থেকে শ্রেষ্ঠ দর্শন হলেও হিন্দু সমাজে সেই অদ্বৈত-র বিন্দুমাত্র প্রতিফলন দেখা যায় না।

শেষ খবর—জামালপুরের মুসলিমরা হাট থেকে একটি বড় গরু কিনে এনে ঐ মনসার থানের কাছে বেঁধে রেখেছে এবং ঘোষণা করেছে যে সামনেই বকরি ঈদের দিন ওখানে কুরবানি দেবে। ওই স্থানে এর আগে কোনদিন কুরবানি বা গোহত্যা হয়নি। প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া কোন নতুন স্থানে গোহত্যা করা সম্পূর্ণ বেআইনি। কিন্তু, এদেশে আইন মানার যত দায় শুধু হিন্দুদের। মুসলমানদের কোন আইন মানতে হয় না। এরই নাম তো ধর্মনিরপেক্ষতা বা 'ছেকুলারিজম্'।

পি.এফ.আই.-এর জাল পশ্চিমবঙ্গেও

কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা দপ্তর সূত্রে জানা গেছে যে, কেরলে কুখ্যাত পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া (পি.এফ.আই.) এখন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। কিছুদিন আগে এই কট্টর ইসলামিক সংস্থাটির সদস্যরা কেরলে টি.যোশেফ নামে এক খ্রীষ্টান অধ্যাপকের হাত কেটে নিয়েছিল ইসলামের অবমাননার অভিযোগে। তারপর কেরলে সিপিএম মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুতানন্দন জানিয়েছিলেন যে, এই সংস্থাটি আগামী ২০ বছরের মধ্যে কেরলকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যে পরিণত করার চক্রান্ত করছে এবং লাভ জেহাদকে এই কাজে লাগাচ্ছে।

সম্প্রতি আই.বি. রিপোর্টে জানা গিয়েছে, জামাত-ই-ইসলামি, পি.ডি.এফ. এবং পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া বর্তমানে নিষিদ্ধ সংগঠন সিমি'র সাথে জোট বাঁধছে। এই জোট মুসলিম যুবকদেরকে উন্নতমানের বিস্ফোরক তৈরি শেখাচ্ছে। এছাড়া ক্যারাটে ও কেরলের পরম্পরাগত কালাডি ট্রেনিংও দিচ্ছে। এজন্য টাকা আসছে আরব দেশগুলি থেকে।

যে খবরে কেন্দ্রে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাত্রের ঘুম চলে গিয়েছে তা হল পি.এফ.আই.-এর নেটওয়ার্ক কেরল ছাড়িয়ে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে ভিন্ন ভিন্ন ছদ্মনামে। পশ্চিমবঙ্গে 'নাগরিক অধিকার সুরক্ষা সমিতি', গোয়াতে 'সিটিজেনস্ ফোরাম', রাজস্থানে 'কমিউনিটি সোস্যাল এ্যান্ড এডুকেশনাল সোসাইটি', মণিপুরে 'লিয়ং সোস্যাল ফোরাম' এবং অন্ধ্রপ্রদেশে 'অ্যাসোসিয়েশন অব সোস্যাল জাস্টিস্'—এসবগুলি হল কুখ্যাত পি.এফ.আই.-এর ক্রমবর্ধমান নেটওয়ার্কের অঙ্গ।

[সংবাদ সূত্র ঃ IBNLive.com/http://ibnlive.in.com/news/islamic-fundamentalism-gaining-ground-in-kerala]

হিন্দুদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে দেগঙ্গা ব্লকে যেসব দুর্গাপূজা কমিটি এবার পূজা বয়কট করেছেন—

(১) দেগঙ্গা থানা পাড়া, (২) দেগঙ্গা বিপ্লবী কলোনি, (৩) দেগঙ্গা যুবক সঙ্ঘ, (৪) দেগঙ্গা বিডিও অফিস পাড়া, (৫) দেগঙ্গা মিলন সংঘ, (৬) চট্টল সমিতি, চট্টলপল্লী, (৭) বেড়াচাঁপা মাতৃমন্দির, (৮) বেড়াচাঁপা সাধুখাঁ পাড়া, (৯) ভাসিলা রণখোলা তরুণ সংঘ, (১০) ভাসিলা যুবক সংঘ, (১১) আমিনপুর শক্তি সংঘ, (১২) জোয়ারিয়া সার্বজনীন দুর্গাপূজা, (১৩) বিশ্বনাথপুর ক্যাম্প পূজা কমিটি, (১৪) অম্বিকানগর অগ্রদূত ক্লাব, (১৫) কালিয়ানী পদ্মরাজ পাড়া, (১৬) রামনাথপুর সার্বজনীন দুর্গাপূজা, (১৭) খেজুড়ডাঙা বিশ্বনাথপুর উন্নয়ন সমিতি। (১৮) চন্দনা কিশোর সমিতি, (১৯) পূর্ব চন্দনা কাপালীপাড়া, (২০) বেলেডাঙা দাসপাড়া, (২১) হাদিপুর উদয় সংঘ, (২২) যাদবপুর গোল্ডেন তরুণ সংঘ, (২৩) যাদবপুর শক্তি সংঘ, (২৪) দেবালয় চারাবাগান, (২৫) মৌলাপোতা গ্রাম, (২৬) ঝিকরা নেতাজী সংঘ, (২৭) গোয়ালবাটি আমরা কজন, (২৮) আজিজনগর প্রবাহ, (২৯) আজিজনগর পল্লীসারথি, (৩০) কলিযুগ সার্বজনীন দুর্গাপূজা, (৩১) বুড়ির দরগা সার্বজনীন দুর্গাপূজা।

বাংলাদেশে হিন্দু নারীর উপর পুলিশ সুপার-এর নির্মম অত্যাচার

স্বামীর ওপর অত্যাচার ও হত্যার হুমকির বিরুদ্ধে থানায় দায়ের করা অভিযোগ তুলে নিতে অস্বীকার করায় বাংলাদেশে এক হিন্দু মহিলার উপর মাদারীপুর জেলার পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট অত্যাচার করেন। এই সংবাদ ঢাকার দৈনিক যুগান্তর (১৮.১০.১০), দৈনিক জনকণ্ঠ (১৮.১০.১০) ও দৈনিক জনতায় (২০.১০.১০) প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ মাইনরিটি ওয়াচ (BDMW) ও গ্লোবাল হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ (GHRD) ঢাকা এই সংস্থা দুটি মাদারীপুর জেলার রাজৈর থানার আউরাকান্দি গ্রামের শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ মল্লিকের স্ত্রী শ্রীমতি শীলা মল্লিকের ওপর দৈহিক নির্যাতনের ঘটনাটির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে।

তাঁদের তদন্ত রিপোর্টে প্রকাশ—বর্বর অত্যাচারের শিকার এই অসহায়া হিন্দু নারীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশে কোন ফৌজদারি বা অপরাধমূলক কাজের কোন অভিযোগ নেই।

শ্রীমতি মল্লিকের স্বামী শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ মল্লিকের ওপর কতিপয় দুষ্কৃতি দৈহিক নির্যাতন করে এবং প্রাণনাশের হুমকি দেয়। এর বিরুদ্ধে শ্রীমতি মল্লিক বাংলাদেশ ফৌজদারি আইনের ৩২৬/৩০৭/৩৮৬ ধারায় রাজৈর থানায় ২০-৮-১০ তারিখে অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু রাজৈর থানার ও.সি. দুষ্কৃতিদের পক্ষ নিয়ে অভিযোগ খারিজ করে দেন। সুবিচারের আশায় শ্রীমতি মল্লিক ৫-১০-১০ তারিখে মাদারীপুর জেলার এস.পি. তমিজুদ্দিন আহমেদ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। তাঁকে এস.পি.'র ঘরে এক ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হয়। তারপর জেরা করার জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় একটি নির্জন কক্ষে। সেখানে জুনিয়র পুলিশ অফিসারদের উপস্থিতিতেই এস.পি. তাঁকে কেস তুলে নেওয়ার জন্য একটি সাদা কাগজে স্বাক্ষর দিতে পীড়াপীড়ি করেন ও হুমকি দেন। শ্রীমতি মল্লিক অস্বীকৃত হলে—ক্রুদ্ধ এস.পি. তাঁর চুলের মুঠি ধরে তাকে ঘুসি ও চড় মারতে থাকেন। তারপর বেতের লাঠি দিয়ে নির্দয়ভাবে সর্বাঙ্গে বেদম প্রহার করেন। তাঁর পিঠ, গলা ও বাঁ হাত আঘাতে জর্জরিত হয়। ফটো ও ডাক্তারি রিপোর্টে তা প্রমাণিত।

মাদারীপুরে জীবননাশের আশঙ্কা করে শ্রীমতি শীলা মল্লিক চিকিৎসার জন্য চলে আসেন ঢাকায়। ঢাকা মেডিকেল কলেজে ৭-১০-১০ তারিখে ডঃ সৈয়দ আমজাদ আলির নিকট তিনি চিকিৎসা করান এবং মেডিকেল রিপোর্ট সংগ্রহ করেন।

শ্রীমতি মল্লিক বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মিস্ সাহারা খাতুনের নিকট ১৫-১০-১০ তারিখে সুবিচার প্রার্থনা করে আবেদন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাদারীপুর এস.পি.'র বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

শ্রীমতি মল্লিক ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘটনার বিশদ বিবরণ দেন ও সরকারের নিকট জীবনের সুরক্ষা দাবী করেন।

বাংলাদেশ মাইনরিটি ওয়াচ নির্যাতিত মহিলাকে নিয়ে মাদারীপুরে এস.পি.'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর বিশদ ব্যাখ্যা দাবী করে। শ্রীমতি মল্লিক সকলের উপস্থিতিতেই তাঁর ওপর দৈহিক নির্যাতনের বিবরণ দিয়ে সুবিচার প্রার্থনা করেন।

তদন্তের তারিখ ঃ ২১-১০-১০

তদন্তকারীদের নাম ঃ রবীন্দ্র ঘোষ (এ্যাডভোকেট), গণেশ রাজবংশী ও অরুণ কুমার মালো (গ্লোবাল হিউম্যান রাইটস্, ঢাকা)

প্রধান শিক্ষকের কীর্তিকলাপ

কুলতলি থানার অন্তর্গত পিছাখালি গ্রামে গত ১০-৭-১০ তারিখ রাতে একদল মুসলিম দুষ্কৃতি খালি গা মুখে কালো ফেট্টি বাঁধা ও লুঙ্গি পরা অবস্থায় প্রবেশ করে এবং রাতের অন্ধকারে কয়েকটি হিন্দু বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তাদের সঙ্গে ছিল বেশ কিছু ধারালো অস্ত্রশস্ত্র ও একটি ডি.সি.এম. গাড়ি, যেটি পাশের রাস্তার উপর হাল্কা শব্দে স্টার্ট দেওয়া ছিল। দুখানা বড় হালের গরু গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়ে তৃতীয় বাড়িতে গরু খুলতে যায়। কিন্তু ঐ বাড়ির বাড়িওয়ালা শব্দ পেয়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু ইতিপূর্বে ওরা গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়। এরা খোঁজাখুঁজি করেও কোন হদিশ না পেয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়।

আবার ১২-৭-১০ তারিখ রাত ২টোর সময় ঐ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। কিন্তু পাড়ার বেশ কিছু বাড়িতে সজাগ হয়ে তাদের গোয়াল ঘরগুলি চাবি তালার ব্যবস্থা করে রেখেছিল। এবার একদল মুসলিম দুষ্কৃতি একটি ২০৭ গাড়ি ও ১টি মোটরবাইক নিয়ে আসে এবং সঙ্গে আর অনেকে ছিল যারা রাস্তার এদিক ওদিক মহড়া দিচ্ছিল। কিছু দুষ্কৃতি এ ঘর ও ঘর থেকে এখনো শিং ওঠেনি সেই সমস্ত বাচ্চা গরু গাড়ি ভর্তি করে। গাড়ির শব্দে ঐ গ্রামের রাস্তার কাছে বাড়ি মুক্তরাম সরদার রাস্তায় বেরিয়ে দেখে একটি গাড়ির হাল্কা লাইট জ্বলছে। ওনার সন্দেহ হয় এবং তৎক্ষণাৎ চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে ওবাড়ির ছেলেরা এসে চোরটাকে ধরে ফেলে এবং কেউ কেউ মারধোর আরম্ভ করে দেয়। এমনি করে সকাল হয়ে যায়। তখন এই গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য একাদশী নস্কর ও তার স্বামী পূর্ণ নস্কর ঘটনাস্থলে এসে যায়।

কিছুক্ষণ পর মেরীগঞ্জপাঁচুয়াখালি স্কুলের প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গির আলম ঘরামী তাঁর দলবল নিয়ে স্পটে এসে যান। তিনি হুমকি দেন যে তাদের ছেলেকে যে বা যারা মেরেছে তাদেরকে হাত-পা কেটে নেওয়া হবে এবং মেরে নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হবে। উল্লেখ, ঐ শিক্ষক মহাশয়ের বেশ কিছু ক্যাডার বাহিনী নাকি নদীর ধারে কাছে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং হিন্দুদের শাসায়। আবার বেশ কয়েকজন আছে যারা চার পাঁচ বার জেলও খেটে এসেছে, বিভিন্ন অপকর্ম করছে। অথচ গ্রামবাসীদের অভিযোগ পুলিশ তাদের ধরছে না।

ঐ শিক্ষক মহাশয়ের কথার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ গ্রামের কয়েকটি যুবক ছুটে আসে। কিন্তু কয়েকজন হিন্দু রাজনীতি মুখোশধারী নেতা এদেরকে পিছু হঠতে বাধ্য করে ও থানায় ধরিয়ে দেবার হুমকি দেয়। তার পরের ঘটনা, পিছেখালি থেকে হেড়োভাঙা ও জামতলা গামী বেশ কিছু গাড়ি মুসলিম দুষ্কৃতিরা আটক করে ও মুখ দেখে মারধোর করে গাড়ি বন্ধ করে দেয়। শোনা যায় আতিয়ার নামক এক ব্যক্তি যিনি সম্পূর্ণভাবে মদত দিচ্ছেন, তার ভয়ে কোন হিন্দু নেতারা মুখ খুলছে না। তারপর হিন্দু যুবকরা কোন সুবিচার না পেয়ে তারাও গাড়ি আটকাতে শুরু করে, তখন তিলপি থেকে ৪০-৫০ জন মুসলিম অপকর্মকারী দুষ্কৃতিরা বোমা বন্দুক নিয়ে ছুটে আসে এবং শাসায় বাড়ি লুট করবো, রাস্তায় ধরবো, হিন্দুদের মা-বোনেদের ইজ্জত হরণ করবো, ইত্যাদি ইত্যাদি। বর্তমানে ওখানকার বেশ কিছু হিন্দু বাসিন্দা ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, আবার কেউবা দিনে থাকছে রাতে সরে যাচ্ছে।

দেগঙ্গায় বিজয়া সম্মেলন

দেগঙ্গায় সম্পূর্ণ ব্লকে এবছর দুর্গাপূজা বয়কট-এর পর পালিত হল বিজয়া সম্মেলন। গত ২৪শে অক্টোবর দেগঙ্গা বাজারের নিকট মাতৃভবনে অনুষ্ঠিত বিজয়া সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সমাজসেবী পরিতোষ ঘোষাল। প্রায় দু'শত নাগরিক-এর উপস্থিতিতে হিন্দু সংহতির সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দে, রাজ্য কমিটির সদস্য গৌতম নস্কর, রাহুল রায় ও ভূতন মালি-কে গেরুয়া উত্তরীয় পরিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এরা দেগঙ্গার ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে ১৮ই সেপ্টেম্বর বারাসাতে গ্রেপ্তার হয়ে ২৬ দিন দমদম সেন্ট্রাল জেলে বন্দী ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ব্লক পূজা সমন্বয় কমিটির সম্পাদক প্রশান্ত পাল, চট্টলপল্লী সমিতির সভাপতি তপন ঘোষ, সংহতি কর্মী জয়ন্ত সাধুখাঁ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীমতি শর্মিষ্ঠা ব্যানার্জী।

সাঁকরাইলে হিন্দু প্রতিক্রিয়া শান্তি ফিরিয়ে আনল

হাওড়া জেলার সাঁকরাইল-এর পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। এই থানার অন্তর্গত মানিকপুরে এক ট্রেকার দুর্ঘটনায় একটি মুসলিম মেয়ে মারা যায়। ট্রেকারটির মালিক হিন্দু হওয়ায় স্থানীয় মুসলমানরা হুমকি দেয় যে ঈদের পর তারা বদলা নেবে। তাদের কথা মতো ঈদের ঠিক পরের দিন ১২ সেপ্টেম্বর সকাল ১০-৩০ টায় মানিকপুরে দুটি হিন্দুদের ট্রেকার-এর উপর চড়াও হয় প্রায় ১০০ মুসলমান। তখন ট্রেকার ভর্তি যাত্রী ছিল। তাদেরকে নামার সুযোগ না দিয়ে তারা ট্রেকার দুটি ভাঙচুর করতে থাকে। লাঠি, লোহার রড প্রভৃতি দিয়ে যাত্রীদেরকে ও ট্রেকারে মারতে থাকে। যাত্রীরা আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে প্রাণের ভয়ে এদিক-সেদিক পালায়। এলাকার দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ঐ দুষ্কৃতকারী মুসলমানদের তাণ্ডব থামে না। এই খবর পেয়ে কাছেই বেলতলায় হিন্দু যুবকরাও একত্রিত হয়ে কয়েকজন মুসলিমের মোটরবাইক আটকায় এবং তাদেরকে চড় থাপ্পড় দিতে থাকে। এই পাল্টা অ্যাকশনের ফলে মানিকপুরে মুসলিমদের তাণ্ডব থামে। পুলিশ ও র‍্যাফ নামে। মুসলিম দুষ্কৃতকারীদের কাউকে গ্রেপ্তার না করে সমর রায় নামে একজন নিরপরাধ হিন্দু যুবককে গ্রেপ্তার করে। এছাড়াও নিতাই ভট্টাচার্য, কানাই ভট্টাচার্য, সোমনাথ দাস, অরুণ দাস এবং আরও কয়েকজন হিন্দুদের নামে কেস্ দেয়। এই পুরো ঘটনায় এলাকার তৃণমূল বিধায়ক শীতল সর্দার চরম হিন্দুবিরোধী আচরণ করেন। তিনি পুলিশকে চাপ দেন হিন্দুদের বিরুদ্ধে চরম কেস্ দিতে। অন্য কোনো রাজনৈতিক দলও হিন্দুর পাশে দাঁড়ায় নি। এমনকি মানিকপুর অঞ্চলের নির্বাচিত বিজেপি-র অঞ্চল প্রধানও হিন্দুদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি।

প্রথম পাতার শেষাংশ

দুর্গা মাতা দৌড়ে সংহতি ...

যায়। এক বিরাট বাহিনীর হাতে থাকে খোলা তরবারি। এই হাজার হাজার মানুষের মুখে থাকে শ্লোগান—"হর হর মহাদেব, দুর্গামাতা কী জয়, ভারতমাতা কী জয়, হিন্দু ধর্ম কী জয়, জয় ভবানী-জয় শিবাজী, বন্দেমাতরম্, যো বন্দেমাতরম্ নেহি কহেগা-ওহ হিন্দুস্থান মে নেহি রহেগা।" মাথায় তাদের গেরুয়া পাগড়ি বা সাদা মারাঠি টুপি। আর সবথেকে আগে চলেছে একটি বিশাল গেরুয়া পতাকা। রাস্তার দুধারে হিন্দুদের বাড়ি থেকে মহিলারা বেরিয়ে এসে সেই গেরুয়া ধ্বজকে পূজা করেন। শহরের প্রতি মোড়ে ছত্রপতি শিবাজীর মূর্তি। ভিড়ে গুরুজী সেই মূর্তিতে মালা দেন আর মুসলিম মহল্লাগুলিতে বিরাজ করে নিস্তব্ধতা।

এই দুর্গামাতা দৌড় শুরুর সময় বিশিষ্ট অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এবছর পশ্চিমবঙ্গ থেকে হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন কুমার ঘোষ ও নদীয়া জেলার শান্তিপুরের সংগ্রামী হিন্দু কার্যকর্তা শ্রী দীপক সান্যালকে ভিড়ে গুরুজীর পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তাঁরা যেতে না পারায় সংহতির পক্ষ থেকে শান্তিপুরের তরুণ কর্মী অভিষেক মুখার্জীকে পাঠানো হয়েছিল।

এবছর মহাষ্টমীর সকালে সাঙ্গলিতে দৌড় শুরুর সময় ভিড়ে গুরুজীর সঙ্গে অভিষেক মুখার্জী হনুমান চকে ছত্রপতি শিবাজীর বিশাল মূর্তিতে মাল্যদান করে এই দৌড়ের সূচনা করে। অভিষেককে বিশেষ সম্বর্ধনা জানানো হয়। অভিষেক পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি ও হিন্দুদের সমস্যার কথা সেখানে বক্তব্য রাখে। ভিড়ে গুরুজী বলেন যে তার সংস্থা 'শ্রী শিব প্রতিষ্ঠান' হিন্দু সংহতির সঙ্গে একসাথে কাজ করতে চায়। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে আগামী বছর শ্রী তপন কুমার ঘোষ এখানে আসবেন ও এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করবেন।

বিঃ দ্রঃ—এই অসাধারণ কার্যক্রমটির ভিডিও দেখা যাবে ইন্টারনেটে Google অথবা YouTube-এ মার্চ-এ গিয়ে **Durga Mata Daud** টাইপ করে।

হিন্দু দেবীকে কটূক্তিতে অশোকনগরে বিক্ষোভ

অশোকনগর-কল্যাণগড় বাজারে শ্রীশ্রী লক্ষ্মী পূজার দিন ২২.১০.১০ জনৈক ব্যক্তি পূজার জন্য কলাবৌ কিনতে গেলে, এক মুসলমান সব্জি বিক্রেতা মা লক্ষ্মী সম্বন্ধে অশ্লীল কুৎসিত মন্তব্য করে। তা শুনে হিন্দুরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ঐ মুসলমান সব্জিওয়ালাকে উত্তম-মধ্যম দেওয়া হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে অন্য এক ব্যবসায়ীর সহায়তায় সে পালিয়ে যায়। হিন্দুরা এক মত যে, তাকে আর ওই বাজারে বসতে দেওয়া হবে না।

দেগঙ্গা যে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে, সে বিষয়ে হিন্দুদের সচেতনতা বাড়ছে—এই ঘটনা তার প্রমাণ।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.org>,<www.hindusamhatitv.blogspot.com> <southasiasambad.blogspot.com>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 303/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Pargans, Editor's Name & Address Chittaranjan Dey, Vill. Domjur, Near Hospital, P.O. & P.S. Domjur, Howrah, Pin - 700 405